Dr. Sumita Dutta PHIA, Semester 2, CC4

S. Dutta

লকের সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন

সহজাত ধারণাতত্ত্ব —: মানুষের বোধশক্তিতে এমন কতকগুলি নিয়ম বা সূত্র, মৌল প্রত্যয় ইত্যাদি আছে যেগুলি জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মনে মুদ্রিত আছে অর্থাৎ যাদের মনের মধ্যে ধারণ করেই মানুষ জন্ম-গ্রহণ করে। যেমন, তাদাত্ম্য নিয়ম (ক হয় ক) ও বিরোধবাধক নিয়ম (ক হয় ক অথবা খ)। দেকার্ত এই মতের প্রধান সমর্থক। দেকার্তের মতে, মানুষের মনে যে ধারণা লাভের জন্য জন্মগত এক বুদ্ধি-সামর্থ্য বা প্রবণতা থাকে, সেই ধারণাকে সহজাত ধারণা বলে। যেমন, নিত্যতা, পূর্ণতা, অসীমতা, ঈশ্বর প্রভৃতির ধারণাকে সহজাত বলেছেন।

লকের অভিযোগগুলি নিম্নরূপ :-

১। সার্বিকতা কে সহজাত ধারণার একটি আবশ্যিক বা অপরিহার্য লক্ষণ বলা হয়েছে, কিন্তু লক বলেন যে যদি তাই হয় তাহলে এই ধারণাগুলি সর্বমনে উপস্থিত থাকবে (শিশু, নির্বোধ, অজ্ঞ, জড়বুদ্ধী)। বাস্তবে তা দেখা যায় না। তাই ঐ সব ধারণাগুলিকে সহজাত বলা যায় না।

২। লক বলেন যে ঐ ধারণাগুলি 'সব মানুষের মনে সমভাবে' অবস্থান করে না। যেমন কেউ ঈশ্বরকে আকার ভাবেন, আবার কেউ কেউ নিরাকার ভাবেন, কেউ সগুণ ভাবেন, আবার কেউ নির্গুণ ভাবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে এসব ধারণা সহজাত নয়,

৩। লক বলেন কোন ধারণা 'সর্বমনে এবং সমভাবে' উপস্থিত থাকলেই তাকে সহজাত ধারণা বলা যায় না। যেমন, আগুনের ধারণা (আগুন দহন করে), তাদাত্ম্য নিয়ম (চিনি সবসময় মিষ্টি), বিরোধবাধক নিয়ম (চিনি একই মিষ্টি এবং তেতো নয়)। এগুলি অভিজ্ঞতা সর্বমনে সমভাবে বিরাজমান। ঈশ্বরের ধারণাটি সম্প্রসারনের ফলে, সর্বমনে সমভাবে বুদ্ধির মাধ্যমে সর্বক্ষম ও সর্বজ্ঞ, পরিকল্পরূপে ঈশ্বরের ধারণাটি গঠন করে। ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। মানুষ তার

৪। আবার যদি এই ধারণাগুলি জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মনে থাকত, তাহলে মানুষ তার সম্বন্ধে সচেতন থাকতো। মানুষের মনে আছে কিন্তু সেতা জানে না — এটা স্ববিরোধী। বাস্তবে শিশু, নির্বোধ, এসব ধারণা সম্বন্ধে সচেতন নয়। সুতরাং, ঐ ধারণাগুলি সর্বমনে উপস্থিত থাকে না।

Sumita Dutta

— X —

Dr. Sumita Dutta

Summary of Berkeley's Idealism

(বার্কলের আত্মগত ভাববাদের সংক্ষিপ্তসার)

➤ বার্কলের ভাববাদ হল লক-এর প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি। লকের মতে → বস্তুকে আমরা সরাসরি জানতে পারি না। আমাদের জ্ঞানের বিষয় হল বস্তুর গুণের (মুখ্য গুণ ও গৌণ গুণের) ধারণা। বার্কলের মতে → 'জড়বস্তু আছে কিন্তু তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়' — লকের এই উক্তি স্ববিরোধী। বার্কলের মতে, যা আছে তাকে দেখা যাবে, অনুভব করা যাবে। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মন নির্ভর। বাহ্যবস্তু আছে, আমাদের মনের ধারণারূপে। বৃক্ষের ধারণাকে 'বৃক্ষ' নামে বা পর্বতের বা চেয়ারের ধারণাকে পর্বত বা চেয়ার নামে চিহ্নিত করি।

↓

➤ বার্কলে সিদ্ধান্ত করেন → 'যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, তা নেই' — এটি ল্যাটিন বাক্যে প্রকাশ করেন → 'Esse-est-Percipi' অর্থাৎ 'অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ নির্ভর' → 'অস্তিত্বের অর্থ হল প্রত্যক্ষগোচর হওয়া'।

↓

➤ এই তত্ত্ব অনুসারে আছে কেবল ধারণা এবং ধারণার ধারক রূপে আমার মন

↓

➤ তাহলে বার্কলে মতবাদ অহংকেন্দ্রিকতা / অহংঅবস্তুবাদে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

↓

➤ প্রশ্ন ওঠে: যখন আমার ঘরের টেবিলটি দেখছি না, তখন তার অস্তিত্ব আছে, কি ভাবে বলব? কি ভাবে বস্তুর ধারাবাহিক অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করব?

↓

➤ বস্তুর ধারাবাহিক অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য বার্কলে ঈশ্বরের অবতারণা করেন। যে বস্তুটিকে আমরা দেখছি না, তা ঈশ্বরের মনে ধারণা রূপে আছে। যখন আমরা সেই বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করি, তখন আমরা ঈশ্বরের ধারণাকে প্রতিফলন করি।

↓

➤ ঈশ্বরের স্বীকৃতির পর বার্কলের ভাববাদের মূল বক্তব্য হল: — ঈশ্বর আছেন, আমি আছি এবং ঈশ্বরের ধারণা সৃষ্ট জগৎ আছে, যা আমাদের কাছে বস্তুজগৎরূপে প্রতিভাত হয়। জড়জগৎ ঈশ্বরের মনের ধারণারূপে অস্তিমান থাকে।

Sumita Dutta

— X —

Dr. Sumita Dutta

Realism and Idealism
(বস্তুবাদ ও ভাববাদ) → Outline

S. Dutta

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা আমাদের যে জাগতিক বস্তু সংক্রান্ত যে জ্ঞান হয় তার দুটি বিষয় থাকে — জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়। প্রশ্ন ওঠে, এই জ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্ব কি আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না করেনা? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দুটি মতবাদ

↓

বস্তুবাদ (Realism)

[এই মতবাদ অনুসারে বস্তু জগতের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে]

↓

সরল বস্তুবাদ (Naive Realism)

↓

বস্তু জগতের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ অর্থাৎ মনের বাইরে বস্তুজগৎ আছে। আমাদের জানার ওপর বস্তু জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই মতবাদ অনুসারে, বস্তুজ্ঞান অপরোক্ষ হওয়ায় গুণসমন্বিত বস্তুকে আমরা সরাসরি এবং অবিকৃতরূপে জানি।

প্রতিরূপী বস্তুবাদ (Representative Realism)

↓

বস্তুকে আমরা সরাসরি জানি না। বস্তুকে আমরা জানি ধারণারূপে। বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ হওয়ায় আমরা সরাসরি কেবল ধারণাকেই জানি। ধারণা হল বস্তুর প্রতিরূপ। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন জন লক। লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদের অনিবার্য পরিণতি হল বার্কলের আত্মগত ভাববাদ।

ভাববাদ (Idealism)

[এই মতবাদ অনুসারে বস্তু জগতের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে। বস্তু জগৎ ধারণা রূপে মনে থাকে] যদি শুধুমাত্র ধারণাকে আমরা জানতে পারি তাহলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হল → বস্তুর ধারণা এবং তা থাকে আমাদের বা ঈশ্বরের মনে।

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta Semester 5, PHIA, DSE-B1 (A)

HUME'S THEORY OF CAUSALITY Semester 2, PHIA, CC4

কার্য-কারণ সম্পর্কে হিউম-এর মতবাদ

— সতত-সংযোগতত্ত্ব

➤ হিউমের লক্ষ্য দুটি। তিনি (ক) প্রথমে কার্য-কারণ সংক্রান্ত প্রচলিত অবশ্যম্ভাবী-সম্বন্ধ মতবাদ খণ্ডন করেন ও পরে (খ) স্বমত সতত-সংযোগবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

(ক) **প্রথম লক্ষ্য : আবশ্যিক-সম্পর্ক মতবাদ খণ্ডন :—** এই লক্ষ্যে তিনি দুটি যুক্তি দিয়েছেন

(i) এই সম্বন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না।

(ii) এই সম্বন্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেও জানা যায় না।

(i) কার্যকারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না কারণ কার্য ও কারণের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। অনেকে যেমন লক বলেন যে কারণের মধ্যে এক শক্তি আছে, যা কার্যকে ঘটায়, কিন্তু এরকম কোন শক্তি আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না। যেমন, আগুনে হাত দিলে হাতে উত্তাপ লাগে। এখানে আগুনের সঙ্গে হাতে উত্তাপ লাগার মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্বন্ধ বা আগুনের মধ্যে কোন শক্তি বিশেষ, আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না।

ii) কার্য-কারণ সম্বন্ধের জ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ হলে তা অবশ্যই বিশ্লেষক হবে, অর্থাৎ কারণকে বিশ্লেষণ করলে কার্যের ধারণা পাওয়া যাবে। কিন্তু আগুনকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দহনের ধারণা পাই না, কার্য-কারণ সম্পর্ককে জানতে গেলে আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়, তাই কার্য-কারণ বিষয়ক বচনগুলি সংশ্লেষক। সুতরাং, হিউমের সিদ্ধান্ত হল — কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

(খ) **স্বমত — সতত-সংযোগবাদ প্রতিষ্ঠা :** — কারণ হল কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা ও কার্য হল কারণের নিয়ত অনুবর্তী ঘটনা। 'জলপান' ও 'তৃষ্ণা নিবৃত্তি' এই দুটি ঘটনাকে বার বার পরপর ঘটতে দেখে আমাদের মনে একটি প্রবণতার সৃষ্টি হয় বা মানসিক ঝোঁকের সৃষ্টি হয়। যার ফলে আমরা একটিকে দেখে অন্যটির কথা মনে করি। কারণকে দেখে কার্যকে প্রত্যাশা করি। কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, আছে শুধু সতত-সংযোগ বা নিয়মিত পারম্পর্য। কার্য ও কারণের মধ্যে বিষয়গত কোন আবশ্যিকতা নেই, আবশ্যিকতা আছে আমাদের মনে, যা অভ্যাসজাত প্রত্যাশা বলে হিউম বুঝিয়েছেন।

— X —

Sumita Dutta

Dr. Sumita Dutta

হিউমের দর্শনে জ্ঞানের উপাদান—মুদ্রণ ও ধারণা ও তার গুরুত্ব

➤ হিউম আমাদের মনের যাবতীয় উপকরণকে প্রত্যক্ষণ বলেছেন, যেমন: অনুভব করা, ভালবাসা, ঘৃণা করা ইত্যাদি। এ সমস্ত উপকরণ বা প্রত্যক্ষণের মূলে হল অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

অভিজ্ঞতা (জ্ঞানের একমাত্র উৎস)
↓
প্রত্যক্ষণ (মনের যাবতীয় উপকরণ)
↓
- মুদ্রণ
  - সরল
  - জটিল
- ধারণা
  - সরল
  - জটিল

➤ প্রত্যক্ষণ দুই প্রকার — মুদ্রণ ও ধারণা। যখন আমরা কিছু দেখি, অনুভব করি, শুনি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, কামনা বা ইচ্ছা করি, তখন সেই সজীব প্রত্যক্ষণই হল মুদ্রণ বা সংবেদন, আর ঐ সব সংবেদন সম্পর্কে যখন পরবর্তীকালে চিন্তা করি বা স্মরণ করি, তখন সেই কম সজীব প্রত্যক্ষণ হল ধারণা।

➤ নির্জীব প্রত্যক্ষণরূপ ধারণা হল সজীব প্রত্যক্ষণরূপ মুদ্রণের অনুলিপি মাত্র। অর্থাৎ ধারণা হল মুদ্রণের প্রতিরূপ।

➤ মুদ্রণ ধারণার নিয়ত পূর্ববর্তী এবং যেহেতু ধারণার কারণ, কারণ ছাড়া যেমন কার্য হয় না। তেমন মুদ্রণ না থাকলে ধারণা হয় না। মুদ্রণ হল ধারণার ভিত্তি। ধারণামাত্রই মুদ্রণ নির্ভর।

➤ তত্ত্বটির গুরুত্ব: — 'ধারণা মাত্রই যে মুদ্রণ ভিত্তিক বা মুদ্রণ ছাড়া ধারণা হয় না' — এই নিয়মটি হিউমের দর্শনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিউমের সমগ্র দর্শন এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। হিউম বলেছেন:- "দর্শনে ব্যবহৃত কোন শব্দ অর্থহীন কিনা, এমন সংশয় কখনো দেখা দিলে আমাদের এটাই নির্ধারণ করতে হবে যে, শব্দটির অর্থ বা ধারণার মূলে কোন মুদ্রণ আছে অথবা নেই।" ধারণাটি মুদ্রণভিত্তিক হলে তা অর্থপূর্ণরূপে গ্রাহ্য হবে, মুদ্রণ-ভিত্তিক না হলে, অর্থহীন রূপে গ্রাহ্য হবে।

Sumita Dutta

— X —